দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC 10 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ড। জসি-৭৩৯/৯৯

ত্রী ঃ জীবনসঙ্গী খুঁজছেন। সদস্য ছাড়া বিসিএস/ইঞ্জিনিয়ার/ সহ/ বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে। ২১৭/সি, খিলগাঁও। ০১৮-৩, ৯৩৩৯৬১৬/১৪৩। জসি-৭৪০/৯৯

ঃ বিএ অনার্স অধ্যয়নরত সাহা জন্য ডাক্তার/বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার/ ত ব্যবসায়ী সাহা পাত্র চাই। ঃ রায়, বাড়ি-১১, রোড-৩, সেক্টর-, ঢাকা। জসি-৭৪১/৯৯

ই ঃ এমএ ২৯ হ্যান্ডসাম প্রতিষ্ঠিত নাথ পাত্রের জন্য সবর্ণ/অবর্ণ পসী, স্লিম ৫-৪", (১৬-২৩) ফুল য়োডাটাসহ জরুরী পাত্রী চাই। য়েনা ক্লিনিক, ৩১১ পূর্ব রামপুরা। জসি-৭৪২/৯৯

ই ঃ জার্মান/আমেরিকান পাত্রদের ন্দরী পাত্রী। সব ধরনের ীদের বিবাহ প্রতিষ্ঠান। 'সানাই', রানা পল্টন, ঢাকা। ৯৫৫৫৩৬৪, ২৮, ০১৭৫৪১১৬৬। জসি-৮৪২/৯৯

ত্রী চাই ঃ ওষুধ ব্যবসায়ী ও বিএইচএমএস (ঢাকা লয়), (হোমিও) বিচ্ছেদ পাত্রের ধবা/ বিচ্ছেদী/ অবিবাহিত /সিটিজেনশিপ/চাকরিজীবীরা পূর্ণ বায়োডাটাসহ জরুরী ১৫ ধ্য লিখুন, ঘটকরাও লিখুন– বক্স /৮৫১/৯৯; প্রযত্নে– দৈনিক ২৪/এ, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা। জসি-৮৫১/৯৯

মানবাধিকার শিক্ষা

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

দপত্রের স্বাধীনতা, করার অধিকার ও জনৈতিক অধিকার। দকে জনগণের ক ও সাংস্কৃতিক সামাজিক নিরাপত্তা, ার সুযোগলাভের ত হয়েছে।

পৃথক কনভেনশনের বজনীন গুরুত্ব আরও একটি অর্থনৈতিক, ক অধিকার সম্পর্কিত রাজনৈতিক অধিকার াতিসংঘের উদ্যোগে নারী ও শিশুদের গুলো মানবাধিকার সংবলিত কনভেনশন ।

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়, সহিষ্ণুতার ধন ও অপর মানুষের বোধ জাগিয়ে তোলাই শিক্ষা ও শিক্ষাদানের সর্বাহত প্রক্রিয়া এবং ষয়টিকে ব্যাপ্ত করতে ক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে এবং লয়ের বাইরেও।

কার শিক্ষা ঃ

প্রায় সকল স্তরেই ন অত্যন্ত সীমিত। শিক্ষা মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ভিত্তিস্তর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, কিন্তু এ-দেশে এমনকি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। পঞ্চম শ্রেণীর সমাজবিষয়ক পাঠ্যক্রমে অবশ্য মানবাধিকার ও শিশুর অধিকার সম্পর্কে কিছু আলোচনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স বিবেচনায় তা একেবারে অসন্তোষজনক নয়। সপ্তম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞানে ও মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণীর) পৌরনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানে নাগরিকতা বা নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রকার নাগরিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো উদাহরণসহ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং এসব পুস্তকের কোথাও সর্বজনীন ঘোষণারও উল্লেখ করা হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও পৌরনীতিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অবদান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কেবল আইন বিভাগে শাসনতান্ত্রিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত পড়ানো হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগেও মানবাধিকার বিষয়ে খুব কমই শিক্ষা দেয়া হয়। অবশ্য সম্প্রতি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও-এর চেষ্টায় সমাজকর্মীদের জন্য মানবাধিকার শীর্ষক সেমিনার, কর্মশালা ও সংক্ষিপ্ত কোর্স ঢাকা ও মাদারীপুরসহ বেশ কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে।

কিছু সুপারিশ ঃ

মানবাধিকার শিক্ষাদান শিক্ষার সকল স্তরে প্রযোজ্য। এটা সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, মানবাধিকার শিক্ষা শুধু সর্বজনীন ঘোষণা, জাতিসংঘ সনদ ও দেশের শাসনতন্ত্রের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো মুখস্থ করার মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয় হবে না। ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মমর্যাদাবোধ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যত্নের সঙ্গে শিক্ষার উপকরণ বাছাই ও প্রস্তুত করতে হবে। বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত এরূপ আরেকটি সুপারিশ হচ্ছে পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ও পাঠবহির্ভূত কার্যক্রমকে উৎসাহদান। শেষোক্ত কার্যক্রমের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কিত নাট্যাভিনয়, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে মানবাধিকার শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণে ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থাকে।

মানবাধিকার শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। যদি কারও উন্নতি লাভে আগ্রহ থাকে, তবে তার উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব। শিক্ষার কাজই হচ্ছে উন্নয়নের উচ্চতর ধাপের অন্বেষণ করতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

(ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই মানবাধিকার শিক্ষা বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনীয়। নার্সারি ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম দিকে সকল শিশুর নিকট সাধারণ মানবতার একটা ধারণা তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে মানবাধিকারের মৌলিক নীতিগুলো বুঝাতে পরোক্ষ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া সমীচীন। এ পর্যায়ে ছাত্রদের বাস্তব পরিস্থিতি এমনভাবে বুঝাতে হবে যাতে তারা নিজেরাই নীতিগুলো তৈরি করতে পারে। এ সময়ে শিশুর অধিকারের ওপরও গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিভিন্ন দেশের শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র দেখানো যেতে পারে যাতে তারা তাদের অধিকারসমূহের প্রয়োজনীয়তা আরও ভালভাবে বুঝতে পারে। এ বিষয়ের ওপর রচনা প্রতিযোগিতারও অনুষ্ঠান করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলো ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক ও সমাজের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পঠিত হওয়া উচিত।

মাধ্যমিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন ও খেলাধুলার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া উচিত। এ সবই মানবিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সহায়ক। খেলাধুলা শুধু শারীরিক সুস্থতার জন্যই প্রয়োজন নয়, এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার মনোভাব যেন গড়ে উঠে সেদিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজ সমাজের মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে কম-বেশি ওয়াকিফহাল থাকে। এখন তাদেরকে সর্বজনীন ঘোষিত মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে হবে। যেহেতু অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, অতএব তাদেরকে পরিবার, স্থানীয় সমাজ, জাতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মানবাধিকার শিক্ষাদানের ধারণা দু'ভাগে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথমত, মানবাধিকারগুলো কি এবং এগুলো কিভাবে বিশ্বসমাজে স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জাতিসংঘের ভূমিকা, বিশেষ করে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও কতিপয় প্রধান জাতিসংঘ মানবাধিকার কনভেনশন পৌরনীতি, সমাজ ও সামাজিক বিজ্ঞানের আবিশ্যিক অংশ হওয়া উচিত। এ সময়ে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের গতিশীল প্রকৃতি তুলে ধরতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে এবং জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তরুণ ও বাড়ন্ত ছাত্রছাত্রীদের অনুভব করতে হবে যে তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক সমঝোতা, শান্তি ও মানবাধিকার— সবই সম্পর্কযুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অবশ্যই দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং তাঁদের উত্থাপিত মানবাধিকারের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এ পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশে ও অঞ্চলে মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি ও এ সম্পর্কে আইনগত ধারণা শিক্ষাদানও বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। বস্তুত মানবাধিকার শিক্ষাদানের জন্য বহু বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। সামাজিক বিজ্ঞানের সকল শাখা, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবাধিকারবিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সকল সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতকদের জন্য মানবাধিকার ও জাতি গঠন শীর্ষক একটি সাধারণ কোর্স থাকতে পারে। আইন অনুষদে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন আবশ্যিক কোর্স হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত।

(খ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

যেহেতু মানবাধিকার সমাজ জীবনের একটি অমূল্য উপাদান, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবশ্যই এর স্থান থাকতে হবে। এজন্য অভিভাবক, ধর্মীয় নেতা, সমাজকর্মী, শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য, পেশাজীবী, শহর ও পল্লী পরিষদবৃন্দ টার্গেট গোষ্ঠী হওয়া উচিত। তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত ও যৌথ অধিকারসমূহ ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে ধরতে হবে। এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের কার্যক্রম বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে রচিত হতে হবে।

যেহেতু মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, অতএব এ সবের সঙ্গে জড়িত লোকজন ও কর্মকর্তাদেরকে মানবাধিকার সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে। তাই সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম কেন্দ্রগুলোর উদ্যোগে মানবাধিকারের ওপর মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

দীর্ঘদিনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বহু রকম অনিয়ম বিরাজ করছে। এখনও দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী নিরক্ষর, তদুপরি শিক্ষার মানও নিম্নস্তরে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পুঁথিগত বিদ্যা কিছুটা পরিহার করে জীবনমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সঙ্গে মানবাধিকারের প্রশ্নটিকেও অবহেলা করলে চলবে না। মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দেশের অগ্রগতির জন্য উভয়ই অত্যাবশ্যক।

শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি দ্বারাই কেবল আমরা একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের অগ্রগতিতেও অবদান যোগাতে পারি।